এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

সেপ্টেম্বর ২০১২

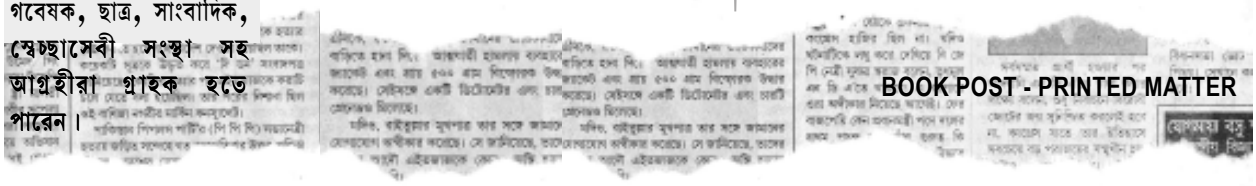

BOOK POST - PRINTED MATTER

নৈনিতালপুকুর

১৮/৪৩

নৈনিতাল লেকের জল কমছে। এই লেক নৈনি লেক। এ বছর গরমকালে এই লেকের জল নেমেছে ১৬ ফুট। এর কারণ অতি দূষণ ও পলি, এর কারণ পর্যটকের জন্য লেকের জল তোলা, এর কারণ লেকের ধার ঘেঁসে হোটেল-ইমারত বেড়ে যাওয়া। এমন বলছেন অধ্যাপক প্রকাশ তেওয়ারি। অধ্যাপক তেওয়ারি কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভাগের।

COSTMETIC

১৮/ ৪৪

মার্কিন প্রসাধন সংস্থা অ্যাভন বহু এশীয় উদ্ভিদের পেটেন্ট নিয়েছে। এই উদ্ভিদের অনেকগুলোই ভারতের। এমন বলছেন এক আমেরিকান গবেষক। এই গবেষক এইসব বলেছেন ভারতের এক সেমিনারে। সেমিনার হয়েছে গত অগস্ট ২০১২ তে। যার বিষয় ছিল জৈব বৈচিত্র।

না গোয়া

১৮/৪৫

জৈব বৈচিত্র রক্ষা নিয়ে 'নাগোয়া প্রোটোকল' আছে। প্রোটোকল-মাফিক নাকি দেশে জৈব বৈচিত্র রক্ষা পাচ্ছে, প্রোটোকল-মাফিক নাকি, স্থানীয় জনগোষ্ঠী সুফল পাচ্ছে—এমন বলা হয়েছে এক সম্মেলনে। সম্মেলনটি জৈব বৈচিত্র রক্ষার। সম্মেলন হয়েছে দিল্লিতে-অগস্ট ২০১২ তে। আয়োজক ছিল বন ও পরিবেশ মন্ত্রক। নিন্দুক বলছে, কথাটা ঠিক না। নিন্দুক বলছে, জিন সম্পদের বাইরে চালান হচ্ছে।

যমযমাট

১৮/৪৬

শিল্প ও কৃষি রাসায়নিক, বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর অন্যতম কারণ। শিল্প ও কৃষি রাসায়নিক, পৃথিবীর পাঁচ প্রধান মৃত্যুর কারণের সেরা। এই সংখ্যা বছরে দশলক্ষেরও বেশি। এমন জানাল, রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক প্রতিবেদন। প্রতিবেদন আরও বলল, গোটা বিশ্বে বিক্রি হয় দেড় লক্ষ রাসায়নিক—যার নামমাত্রের আজ অব্দি মূল্যায়ন হয়েছে। আর সব দেশে, বিশেষত ভারত ও চিনের রাসায়নিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বলছে, ২০২০-র মধ্যে বিশ্বকে রাসায়নিক মুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

অক্সফোর্ড উবাচ...

১৮/৪৭

জলবায়ু বদল ও দারিদ্র নিয়ে অক্সফ্যামের বিবৃতি। বিবৃতি বলছে, আগামীদিনে জলবায়ু বদলে গরিবের সংকট বাড়বে। এই

সংকট, জলবায়ু বদলের বিপদ নিয়ে তৈরি এতাবৎ যাবতীয় সমীক্ষার ফলকে ছাড়িয়ে যাবে। নিত্য-দ্রব্য ও খাদ্যের অভাব হবে। আর খাদ্যদ্রব্যের দাম হবে আকাশছোঁয়া।

শকুন বনাম শকুনি ১৮/৪৮

শকুন কমার জন্য পশু চিকিৎসার যন্ত্রণানাশক ওষুধ ডাইক্লোফেনাক নিষিদ্ধ। কিন্তু বাজারে এখন চুপিসারে অ্যাসিক্লোফেনাক। কিন্তু অ্যাসিক্লোফেনাক শকুনের জন্য সমান বিপজ্জনক। এমন বলছে জার্নাল অফ র‍্যাপ্টর রিসার্চ।

তিনে নেত্র ১৮/৪৯

কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ বরাবর জৈব বৈচিত্র করিডর। মানে জৈব বৈচিত্র রক্ষা-ব্যবস্থা। সীমা পেরিয়ে বন্যপ্রাণী অন্য দেশে ঢুকছে, অন্য দেশের সীমান্ত প্রহরী গুলি ছুঁড়ছে—মারা যাচ্ছে প্রাণী। এই করিডর এই মৃত্যু থামাতে। সঙ্গে চোরাশিকার বন্ধ করা, পশুচারণ কমানো, দাবানল ও পশুরোগ রোধের কথাও আছে। এই করিডর—ব্যবস্থায় আছে তিন দেশ—ভারত-নেপাল-ভুটান।

এরকম হয় নাকি ? ১৮/৫০

সিকিম দেশের প্রথম জৈব-খেতের-দেশ হবে ঠিক করেছে। এর লক্ষ্য-বর্ষ ২০১৫। এজন্য সিকিম স্টেট অর্গানিক বোর্ড ও বিবিধ রাজ্য দফতর একযোগে কাজ করবে। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত চাষকে জৈবচাষে বদল করতে বিধানসভায় প্রস্তাব অনুমোদন করিয়েছেন। জৈব চাষের পাশাপাশি এখানে অর্গানিক ইকো ট্যুরিজম-এর ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হবে।

ডুবে ডুবে জল ... ১৮/৫১

পাপুয়া নিউগিনির সমুদ্র উপকূল থেকে তামা ও সোনা তোলা হবে। এজন্য কানাডার নটিলাস মিনারেলসকে ওদেশের সরকার কুড়ি বছরের লাইসেন্স দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার দ্য ডিপ সি মাইনিং ক্যাম্পেন। এই ক্যাম্পেন, নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও পরিবেশবিদদের যুক্তসভা। মনে করা হচ্ছে, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় প্রায় দশলক্ষ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রতল খননের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা বিভিন্ন মহলে চলছে।

মেরু-দণ্ড ! ১৮/৫২

মেরুসাগর থেকে ৯০০ ঘনকিলোমিটার বরফ অদৃশ্য। এমন বলছে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি। বরফশূন্য হয়ে এলে মেরুসাগরে মাছধরা, তেল তোলা ও খনিজ সম্পদের অভিযান বাড়বে, জলবায়ু ভারসমতায় নতুন উপসর্গ দেখা দেবে।

উৎরাই ১৮/৫৩

দিল্লিতে চড়াই নেই। দিল্লি সরকার চড়াই ফেরাতে উদ্যোগী। দিল্লি সরকার এবার চড়াই-নথি বানাবে। এই কাজ যুগ্মভাবে হবে নেচার ফর এভার সোসাইটির সঙ্গে। চড়াই এখন দিল্লির রাজ্য পাখি-প্রতীক।

দেখেছো ? ১৮/৫৪

শ্রীলঙ্কায় কুড়ি হাজার মানুষের যকৃতের জটিল রোগ। ওদেশের চল্লিশোর্ধ্ব মানুষজন, যার দশ বছরের বেশি চাষবাদ করছে তাদের এই অসুখের আরো শঙ্কা। এমন সংশয় ওদেশের বিজ্ঞানীদের। হু শ্রীলঙ্কাকে আমদানি করা সার-কীটনাশকে যাচাইয়ের মান বানাতে বলেছে, আর ওই সার কীটনাশকে আর্সেনিক-ক্যাডমিয়াম আছে কিনা পরখ করতে বলেছে।

১০০° ১৮/৫৫

স্টকহোমে 'বিশ্ব সলিল সপ্তাহ ২০১২' অনুষ্ঠিত হল। যোগ দিল একশোর বেশি দেশের রাজনীতিক, পদস্থ আমলা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রধানরা। আলোচনা হয় জল ও খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে। সেচের ঠিক ব্যবহার ও খাদ্য অপচয় এড়াতে সরাসরি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর জোর দেওয়ার কথা হয়। কথা হয়, জল-রক্ষার কার্যকারি পদ্ধতি উদ্ভাবনের।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

স্নেহের ডিজেল

১৮/৫৬

ডিজেল থেকে পুরুষের স্থূলত্ব বাড়ার আশঙ্কা। এমন বলছে আমেরিকার জীবতত্ত্বের এক গবেষণাপত্র। দুদল অন্তঃসত্ত্বা ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা হয়েছে। তাদের ডিজেলের সংস্পর্শে রাখা হয়েছে। তারপর তাদের কাউকে বেশি চর্বি আর কাউকে কম চর্বির খাবার খাওয়ানো হয়েছে। দেখা গেছে, পুরুষ বাচ্চা ইঁদুর মোটা হয়েছে বেশি। এমনকি তাদের ভেতর যেসব ইঁদুর-মা কম চর্বির খাবার খেয়েছিল তাদেরও। এই ফল থেকে মনে হয়েছে, পথপাশের গরিব বসতি এই রোগের শিকার হবে বেশি।

বাতায়নে রবি

১৮/৫৭

সৌরশক্তির জন্য ছাদে আর প্যানেল লাগাতে হবেনা। ঘরের জানলাই যথেষ্ট। এখন থেকে জানলার শার্সি দিয়েই এই কাজ হবে। অবলোহিত আলো-সহনশীল পলিমার দিয়ে শার্সির কোষগুলো তৈরি হবে।তার ওপরে থাকবে রুপোর স্বচ্ছ ফিল্ম। এই পলিমার-সৌরকোষ সাধারণ আলোর বদলে অবলোহিত রশ্মি সঞ্চয় করবে। এই কোষ ওজনে হালকা। এসব জানিয়েছে এসিএস ন্যানো পত্র।

বৃক্ষদেবতা!!

১৮/৫৮

গাছ অনেক বেশি দূষণকারী সামগ্রী পরিবেশ থেকে শুষে নিতে পারে। হালের এক সমীক্ষা এমন বলছে। বাতাস দূষণে নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ও মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকুলেট ম্যাটারের বড় ভূমিকা। যে দুটোকে গাছ শুষে নিতে পারে অনেকটাই। এই শুষে নেওয়ার মাত্রা যা ভাবা গিয়েছিল তার আটগুণ।

যাচ্ছেতাই!!

১৮/৫৯

আন্দামানে নারকোনডাম-ধনেশ পাখির অস্তিত্ব সংকটে। এই ধনেশ আন্দামানের নারকোনডাম দ্বীপের। ধনেশের সংকটের কারণ উপকূলরক্ষী বাহিনীর রাডার তৈরি ও একটি ডিজেল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব। এর জন্য স্যাঙ্কচুয়ারির ভেতর দিয়ে ২ কিলোমিটার চওড়া রাস্তাও বানাতে হবে। এর মধ্যেই, দ্বীপের ৫০ হেক্টর গেছে পুলিশ ফাঁড়ির জন্য। আরো ইমারত, দ্বীপের ব্যাপ্ত-অতুল উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি করবে।

দ্বীপে কমবেশি ৩৫০টি ধনেশ আছে। এই সংখ্যাও কমার দিকে। ন্যাশনাল বোর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির আমন্ত্রিত সদস্যরা এই প্রস্তাব পত্রপাঠ নাকচ করেছে। যদিও পরিবেশ ও বনমন্ত্রক এইসব কথায় কান দেয়নি, তারা প্রকল্প মঞ্জুর করেছে।

কয়লা+কয়লা+শক্তি+বিপদ+

১৮/৬০

মধ্যভারতের জঙ্গল-রক্ষায় প্রধান বাধা কয়লাখনি। মধ্যভারত বলতে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা-পশ্চিম ও উত্তর-অন্ধ্র। দেশের ৯০ ভাগ কয়লা এখানেই। এখানেই আছে বহু কয়লাখনি। আর এই খনিগুলির গা ঘেঁসেই কমবেশি ৮টি সংরক্ষিত ব্যাঘ্র অরণ্য। ২০০৭ থেকে দেশে কয়লা উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে, আর খনির জন্য লোপাট হয়েছে ২৬,০০০ হেক্টর জঙ্গল। এর সঙ্গে আছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পৌঁছাতে জঙ্গল কেটে রেললাইন-রাস্তা ইত্যাদি। এসব পাওয়া গেছে গ্রিন পিসের এক সমীক্ষায়। গ্রিনপিসের পক্ষে আশিস ফার্নান্ডেজ জানিয়েছেন এসব।

খাসঘাস !

১৮/৬১

বুনো ঘাস থেকে বাহারি দ্রব্য ও তার থেকে পয়সা। এমন ঘটনা উত্তরপ্রদেশে। এই বুনো ঘাসের নাম সরপট, হয় নদী ও পুকুর ধারে। এই ঘাস দিয়ে ঝুড়ি, ওয়েস্টবাস্কেট, ল্যাম্পসেড, টেবলম্যাট, লন্ড্রি ব্যাগ ও পেনস্ট্যান্ড বানানো হয়। মেয়েরা বানায়—ছেলেরা রং দেয়। বিক্রি হয় মহাজনের কাছে। উত্তরপ্রদেশের কসৌলি, বাইরিপারা, রামচন্দ্রপুর ও বৈদ্যনিকারির মতো গ্রামের ৩৫০ জন মহিলার রোজগারের একটা উপায় এই কাজ।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

গোর্খা মাছ ১৮/৬২

নেপালে মাছে বিষ। এই বিষ ফর্মালিন। পরিমাণ ০.২ মিলিগ্রাম। ফর্মালিনের এই পরিমাণ শরীরের ক্ষতি করবে না। বলেছেন ওদেশের সরকারি আধিকারিকরা। বলেছেন, নেপালিরা এখনো দিনে ১ কিলো অব্দি মাছ খেতে পারে। আমদানি করতে ও কয়েকদিন রাখতে মাছে ফর্মালিন দিতে হয়। তবে এখন এই নিরাপদ মাত্রা রক্ষাই প্রধান কাজ।

ধানের গুরু ১৮/৬৩

কর্ণাটকে নতুন ধান আবিষ্কার। আবিষ্কারক এম কে শঙ্কর গুরু। এই ধানের নাম 'এন এম এস ২'। এই ধান লাল রঙের, এই ধানে ফলন ভালো, এই ধান স্থানীয় জলবায়ু উপযোগী, এই ধানের খড় ভালো পশুখাদ্য। গুরু এর জন্য সম্মাননা পেয়েছেন। সম্মাননা প্রদান করেছেন পূর্বতন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল। গুরু কর্ণাটকের 'সহজ সমরুদ্ধ' সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এই সংগঠন বীজ রক্ষা, জৈব চাষ ও জৈব ফলন বিপণনের কাজ করে। সহজ সমরুদ্ধ মানে 'শস্যশ্যামল ধরণী'।

প্রকাশিত হয়েছে

কৃষি একটি অব্যর্থ মারণাস্ত্র

দেশে এক নতুন চুক্তি আসছে। চুক্তির নাম ভারত-মার্কিন কৃষি জ্ঞান চুক্তি। চুক্তির ফলে কৃষকের স্বাধীনতা লোপ পাবে। দেশি বীজ আর থাকবে না। জীব বৈচিত্র লোপাট হবে। কৃষি চলে যাবে বহুজাতিকের হাতে। এইসব নিয়ে এই বই।

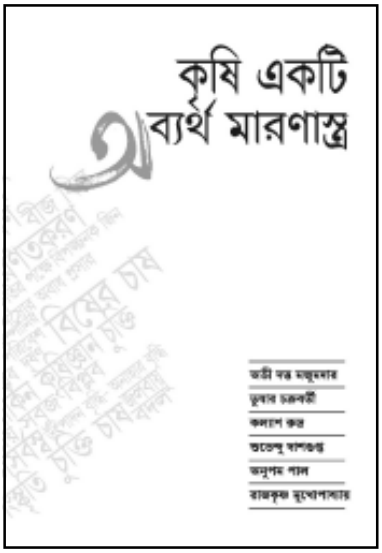

সাইজ (৪.৭৫"X ৭") সাইজে ১৪ পয়েন্টে ন্যাচারাল কালার কাগজে ছাপা, পাতা সংখ্যা ৭৯, মূল্য : ৫০ টাকা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।।২৪৪২৭৩১১ ।।৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু